জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ১, সংখ্যা ২, মার্চ ২০২০

গবেষণা

খাদ্য সামগ্রীর বিপরীতে যথেষ্ট দাম বাড়েনি সিগারেটের

আদিবা কারিন

জনস্বাস্থ্যের ওপর তামাকজাত দ্রব্যের নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সবার জানা। তাই বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে এবং এর ওপর উচ্চ হারে করারোপ করে এই ক্ষতিকর পণ্যটিকে সাধারণ মানুষের ক্রয় সামর্থের বাইরে নেয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (Framework Convention on Tobacco Control-FCTC) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে বিড়ি-সিগারেটের মূল্য তুলনামূলকভাবে অবস্থ্র প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর চেয়েও সস্তা। অর্থনৈতিক সামর্থ বিবেচনায় এটি সব পর্যায়ের মানুষের কাছেই সহজলভ্য। মানুষের মাথাপিছু আয় নিয়মিত হারে বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে মানুষের ক্রয় সামর্থ। বাংলাদেশে খাদ্য সামগ্রীর দাম কখনো নিম্ন আয়ের মানুষের সামর্থের বাইরে গেলেও তামাক সামগ্রীর দাম ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

সারাবিশ্বের জনস্বাস্থ্য এখন মহাবিপর্যয়ের মুখে। করোনাভাইরাসের কারণে আজ সারা বিশ্বের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে অসুস্থ্য আর মৃত্যুর হাহাকার। গত বছরের মধ্য ডিসেম্বরে চীনের উহানে যে বিপর্য়ের শুরু তা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট কোভিড-১৯ এর আশংকায় স্থাবির হয়ে পড়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশও।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ বলছেন কোভিড-১৯ এ অন্যদের চেয়ে ধুমপায়ীদের ঝুঁকি বেশি। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিগণের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সেখানে পুরুষদের মৃত্যু হার নারীদের চেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এর পেছনে ধূমপান একটি বড় কারণ হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করছে, যারা ধূমপান করেন তাদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি।

ধূমপান ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়। ধূমপায়ীদের গলা ও ফুসফুসে সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশি এবং ধূমপান ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় বলে তাদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া এবং মারা যাওয়ার ঝুঁকি বেশি। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫% মানুষ তামাক ব্যবহার করে। ... বিস্তারিত

বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতির পক্ষে অর্থনীতিবিদরা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতি প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন দেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবীদরা। ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর কনফারেন্স হলে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ ও সাধারণ মানুষের ... বিস্তারিত

অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি প্যাকেট সিগারেটের দাম ৩০০০ টাকা!

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ধূমপানে অনুৎসাহিত করতে সিগারেটের দাম আরও বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। চলতি বছরেই এর দাম বাড়বে অন্তত ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। ফলে গড়ে প্রতি প্যাকেট সিগারেটের জন্য অজিদের ব্যয় করতে হবে অন্তত ৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৯০৮ টাকা। যেটা সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় আগামী সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর হবে নতুন এ মূল্যহার। সেসময় এক প্যাকেট মার্লবোরো গোল্ড সিগারেটের দাম হতে পারে অন্তত ৪৮ দশমিক ৫০ ডলার। সবচেয়ে কম দামি সিগারেটেও প্রতি প্যাকেটে খরচ পড়বে অন্তত ২৯ ডলার। তামাক ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে টানা আট বছর ধরে সিগারেটের দাম বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। তবে যারা সিগারেট বাদ দিয়ে খোলা তামাক কিনে নিজেরাই সিগারেট বানিয়ে খাওয়ার চিন্তা করছেন তাদের জন্যও রয়েছে দুঃসংবাদ! কারণ এক প্যাকেট খোলা তামাকের দাম আর সিগারেটের দাম থাকবে প্রায় কাছাকাছিই। সেই হিসাবে, ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ২, মার্চ ২০২০

ভর্তুকির সার তামাক ক্ষেতে, প্রতিরোধের উদ্যোগ নেই

বিএনটিটিপি ডেস্ক

চলতি রবি মৌসুমকে সামনে রেখে ফসল উৎপাদন বাড়ানো, কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমানো ও পরিবেশবান্ধব টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সারে ভর্তুকি দেওয়া হলেও সেই সুবিধা নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা পাওয়ায় তামাক চাষে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরা।

গত ডিসেম্বরে ডিএপি সারের দাম কমাতে অতিরিক্ত ৮শ' কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কৃষি মন্ত্রণালয়। সেই অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে ডিএপি সারের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য প্রতি কেজি ২৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা এবং ডিলার পর্যায়ে প্রতি কেজি ২৩ টাকা থেকে কমিয়ে ১৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এতে বিঘা প্রতি তামাক কোম্পানির সাশ্রয় হচ্ছে এক হাজার টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি বিদেশি তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি বলেন, 'তামাক চাষে উৎসাহিত করতে ডিলারের কাছ থেকে আমরা সার কিনে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করি। একইসঙ্গে চাষিদের দেওয়া হয় সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা। ডিএপি সারের দাম কমায় কোম্পানিগুলোর মোটা অঙ্কের বাজেট সাশ্রয় হয়েছে।'

লালমনিরহাট জেলা সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল হাকিম বলেন, 'সার বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই। যে কেউ সার কিনতে পারেন। প্রায় সব ধরনের ফসল ... বিস্তারিত

করোনাভাইরাসে আতঙ্ক নয় সচেতনতা জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

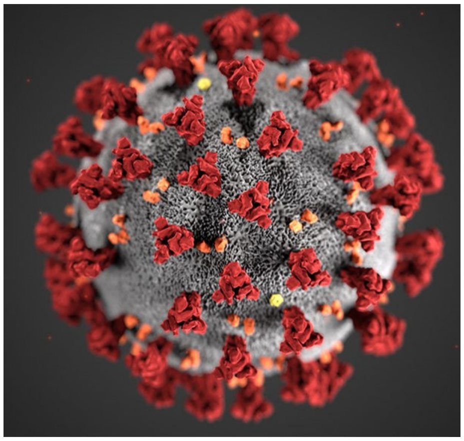

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসটিতে আক্রান্ত ও মৃত মানুষের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক। ফলে আতঙ্কের সঙ্গে ভাইরাসটি নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্যও ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশেও এই ভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। তবে ভাইরাসটি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আতঙ্কিত না হয়ে সবার আগে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

কারণ বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন এই ভাইরাসে আক্রান্ত শত শত নতুন রোগীর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্য অনেক গবেষকই মন্তব্য করছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো দাপ্তরিক প্রতিষ্ঠানগুলো আক্রান্ত ব্যক্তিদের যে সংখ্যা জানতে পারছে, প্রকৃত সংখ্যা তার থেকে ১০ গুণ বেশি হওয়াও সম্ভব।... বিস্তারিত

তামাক কোম্পানির প্ররোচনায় তামাক চাষে ঝুঁকছে কৃষকরা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

গাইবান্ধায় চলতি মৌসুমেও ব্যাপক তামাকের আবাদ হয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সুবিধার লোভ দেখিয়ে কৃষকদের তামাক চাষে প্ররোচিত করছে। ফলে দিন দিন তামাকেরমত ক্ষতিকর উদ্ভিদের চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা। এর ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি, মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। জেলার গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় বিশাল এলাকা জুড়ে তামাকের ব্যাপক চাষ হয়েছে। অথচ এ তিন উপজেলায় ধান, পাট, ডাল, গমসহ নানা জাতের খাদ্যশস্য লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি উৎপাদন হতো। যা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হতো। সরবরাহ করা হতো।

এ বিষয়ে পলাশবাড়ী উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা আজিজুল ইসলাম জানান, এ উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের করতোয়া নদীর চর দিয়ে কিছু কৃষক তামাক চাষ করেছে। ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র।
ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২। ফোন +88(02) 9880363
E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com; website: www.bnttp.net
সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
আদিবা কারিন

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ২, মার্চ ২০২০

খাদ্য সামগ্রীর বিপরীতে

প্রথম পাতার পর

মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যেই থেকেছে সবসময়। তার ফল স্বরুপ নিম্ন-মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সিগারেটের বাজার সারা পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম বৃহত্তম।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষেতে বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও সিগারেটের দাম বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার জন্য বাংলাদেশের অবস্থ্ ক খাদ্য উপাদান চাল (১ কেজি বিআর-১১, বিআর-৮ চাল) এবং সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর সহজ উপাদান ফার্মের মুরগির ডিমের (১ হালি লাল ডিম) দাম নেয়া হয়েছে। যা থেকে সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যের দামের একটি ধারণা পাওয়া যায়। ২০০৮ থেকে ২০১৮ – এই ১০ বছরের তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ক্যাব) এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে।

অন্যদিকে, সিগারেটের দামের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের ১০ শলাকার প্যাকেট। যার ১০ বছরের দামগুলো নেয়া হয়েছে স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ারবুক অফ বাংলাদেশ থেকে। তথ্যগুলো একত্রিত করে প্রতি বছর এই তিনটি পণ্যের দামের শতাংশ হারে যে পরিবর্তন- সেগুলোর মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। এই গবেষণাটি সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে হওয়ায় বাজার থেকে সিগারেটের খুচরা মূল্য জানা সম্ভব হয়নি, এর পরিবর্তে নিম্ন স্তরের একটি সিগারেটের (ক্যাপস্ট্যান) দাম নেয়া হয়েছে।

১০ বছরের দামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পুষ্টিকর পণ্য যেমন চাল ও ডিমের তুলনায় প্রতি বছর প্রাণঘাতী সিগারেটের দাম বেড়েছে খুবই সামান্য। ক্যাব ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ২০০৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত প্রতিটি পণ্যের দামই নির্দিষ্ট হারে বেড়েছে। কিন্তু তারপরও সিগারেটের দাম বেড়েছে অন্য পণ্যগুলোর তুলনায় খুবই কম হারে, ফলে যে কোনো বয়সের এবং শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে সিগারেট আরো সহজলভ্য হয়েছে।

পরিসংখ্যানের ভাষায় বলা যায়, ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালে চালের দাম বেড়েছে শতকরা ২৪% হারে, যেখানে সিগারেটের দাম বেড়েছে মাত্র ১০% হারে।

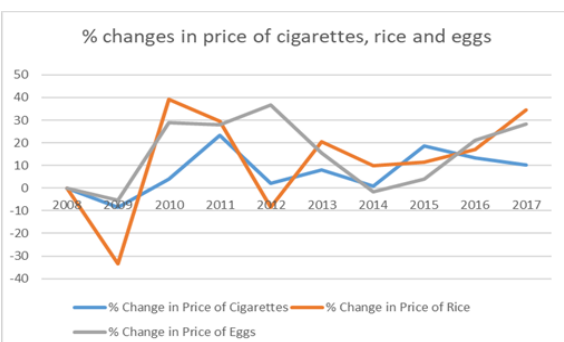

১ স্টিক সিগারেট, ১ কেজি চাল ও ১টি ডিমের দামের তুলনা করলে দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে সিগারেটের দাম বৃদ্ধির হার সবসময়ই ছিল চাল ও ডিমের দামের চেয়ে বেশ কম । বাজারে এক স্টিক সিগারেট একটি ডিমের চেয়েও সহজলভ্য হওয়ায় এবং প্যাকেট খুলে শলাকা হিসাবে (Lose selling) বিক্রির বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মানুষ, এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্করাও নামমাত্র দামে যেকোনো জায়গা থেকে সিগারেট কিনতে পারছে। সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর খাদ্যের বদলে ক্ষতিকর তামাকপণ্য বেছে নেয়ার এই প্রবণতা শুধু অর্থনীতিই নয়, এর

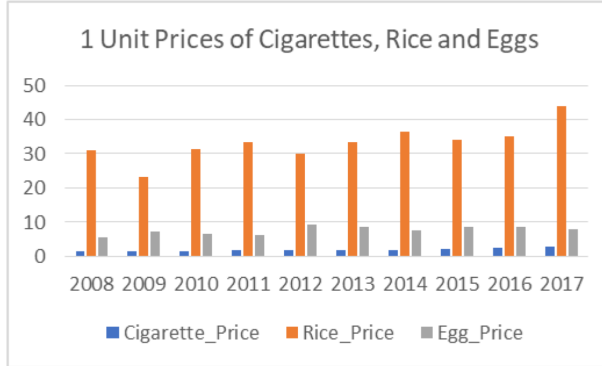

পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের জন্যেও ভীষণ ঝুঁকি বয়ে আনছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিগারেট বাজারে সহজে পাওয়া যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে এবং এর ফলে নারী ও শিশুরা অনিচ্ছাকৃত, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রতিনিয়তই এ বিষয়গুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল নামক চুক্তির অবমাননা করে চলেছে।

দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যকে সাধারণ মানুষের সামর্থের বাইরে নেয়া তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকর কৌশল। তবে এই বৃদ্ধি এমনভাবে হতে হবে যেনো তা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সাথে মানুষের ক্রয় সামর্থ বৃদ্ধির হারের চাইতে বেশি হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাথে সমানতালে বা তার চেয়ে কম হারে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণে কোনো অবদানই রাখে না বরং এই জনস্বাস্থ্য হানিকর পণ্যটিকে মানুষের কাছে আরো সহজলভ্য করে তোলে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাপেক্ষে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হার যখন কম হয় তখন সাদা চোখে আমরা দ্রব্যটির দাম বাড়তে দেখলেও প্রকৃত পক্ষে এটির দাম আরো কমে যায়।

নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিগারেটের দাম আমরা সাধারণ মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে নিতে পারি যাতে তামাক সেবনকারী এর ব্যবহার কমিয়ে দেয় বা ছেড়ে দেয় এবং নতুন করে কেউ তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহী হয়।

১) বর্তমানে প্রচলিত বহুস্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (ad valorem tax) নির্ভর কর পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে করারোপ পদ্ধতি আরো সহজতর করা
২) বর্তমানে প্রচলিত সম্পূরক শুল্ক (ad valorem tax) এর পাশাপশি সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রচলন
৩) তামাকজাত দ্রব্য থেকে রাজস্ব সংগ্রহ ও কর প্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনার গুরুত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা
৪) তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে সর্বান্তকরণে সচেষ্ট হতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এই লক্ষ্যে অর্জনে সমর্থ হবো।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

করোনাভাইরাসে আতঙ্ক নয়

দ্বিতীয় পাতার পর

কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে-

- সাবান দিয়ে বারবার হাত ধুতে হবে
- হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে অর্থাৎ এ সময় টিস্যু বা রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে ফেলতে হবে
- হাঁচি-কাশি দেওয়ার পরপরই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে
- পরস্পরের কাছ থেকে কমপক্ষে ১ মিটার বা প্রায় ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে
- পারতপক্ষে হাত না ধোয়া পর্যন্ত নাক, মুখ ও চোখে হাতের স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে এ ধরনের ভাইরাস হাত থেকে শরীরে প্রবেশ করতে পারে
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে
- ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হতে পারেন। কারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেই জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টের মতো সাধারণ সমস্প্রা অনুভব করে থাকেন। ফলে আশা করা যাচ্ছে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত বেশির ভাগ ব্যক্তিই সুস্থ হয়ে যাবেন। তবে বয়স্ক, ডায়াবেটিস, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও কিডনির রোগ; ক্যানসারের মতো রোগে যারা ভুগছেন; যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের জন্য এই ভাইরাস বিশেষ ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি, যাদের রোগের প্রকোপ কম, তাদের সুস্থ হতে এক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

এই ভাইরাস ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে থাকা পরিবারের সদস্প্র, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে।

করোনা ভাইরাসে ধূমপায়ীদের ঝুঁকি বেশি

করোনাভাইরাসে মৃতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি। ইতালিতে কোভিড-১৯ এ মৃতদের ৭০ শতাংশই পুরুষ। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এর পেছনে ধূমপান একটি বড় কারণ হতে পারে।

যারা ধূমপান করেন তাদের কোভিড নাইনটিন সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি বলে মনে করছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। এর কারণ সিগারেট খাবার সময় হাতের আঙুলগুলো ঠোঁটের সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলে হাতে বা সিগারেটের গায়ে লেগে থাকা ভাইরাস মুখে চলে যাবার সম্ভাবনা বাড়ে।

ধূমপান ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়। ধূমপায়ীদের গলা ও ফুসফুসে সংক্রমনের সম্ভাবনা বেশি এবং ধূমপান ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় বলে তাদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে।

যুক্তরাজ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি দাতব্য সংস্থা অ্যাশের প্রধান নির্বাহী ডেবোরা আর্নট বলছেন, যারা ধূমপান করেন তাদের উচিত করোনাভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে ধূমপান কমিয়ে ফেলা কিম্বা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া।

তিনি বলেন, "ধূমপায়ীদের শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। তাদের নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি যারা ধূমপান করেন না তাদের দ্বিগুণ। ধূমপান ছেড়ে দেওয়া নানা কারণেই আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। করোনাভাইরাসের কথা মাথায় রেখেই তাদের উচিত ধূমপান ছেড়ে দেওয়া। এতে তার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।"

আক্রান্ত হলে কীভাবে বুঝবেন

করোনাভাইরাস মূলত ফুসফুসে আক্রমণ করে। সাধারণত জ্বরের সঙ্গে শুকনো কাশি দিয়ে শুরু হয়। জ্বর ও কাশির এক সপ্তাহের মাথায় শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এটাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগীর লক্ষণ প্রকাশের আগে এই ভাইরাস ব্যক্তির শরীরে এ সময় পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তবে কিছু গবেষকের মতে, এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড ২৪ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু লক্ষণ প্রকাশ পায়নি এমন ব্যক্তি হচ্ছেন এই রোগের নীরব বাহক। এই নীরব বাহকরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি তৈরি করছেন। তাদের মাধ্যমেই এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তাই রোগের বিস্তার রোধে সবার করণীয় হলো একটি নিদ্রিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘরে থাকা ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা। পাশাপাশি কেউ আক্রান্ত হয়েছেন এমন নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি এই সময়ে কার কার সংস্পর্শে এসেছেন তা চিহ্নিত করা এবং এই ব্যক্তিদের আলাদা থাকা (quarantine) নিশ্চিত করা।

এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর কোনো প্রতিশেধক বা চিকিৎসা আবিস্কার হয়নি। যেহেতু ভাইরাসটি ফুসফুস ও শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে হিসেবে বর্তমানে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এ সংক্রান্ত চিকিৎসা দেওয়া হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা হয়। শ্বাসকষ্ট কমাতে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসকেরা নিজেদের মতো করে ভাইরাস প্রতিরোধী ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন।

সংক্রমণ ঠেকানোর উপায়

করোনাভাইরাস ড্রপলেট ইনফেকশন অর্থাৎ হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত, সন্দেহজনক আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্রতিরোধ। নিজেকে নিরাপদ রাখতে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত যেকোনো ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। এসময় জরুরি কাজে বাইরে বের হলে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সাবান-পানি বা হ্যান্ড স্প্রানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। যেসব বস্তুতে অনেক মানুষের স্পর্শ লাগে, যেমন সিঁড়ির রেলিং, দরজার নব, পানির কল, কম্পিউটারের মাউস বা ফোন, গাড়ির বা রিকশার হাতল ইত্যাদি ধরলে সঙ্গে সঙ্গে হাত পরিষ্কার করতে হবে। এসব জায়গা জীবানুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

এছাড়া কেউ আক্রান্ত হলেও আতঙ্কের কিছু নেই। আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিচর্যাকারীর মুখে সবসময় বিশেষ মাস্ক পরতে হবে। একইসঙ্গে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেও তাকে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। কখনোই নাক-মুখ না ঢেকে হাঁচি-কাশি দেয়া যাবে না। ব্যবহৃত টিস্যু বা রুমাল যথাযথ জায়গায় ফেলতে হবে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করতে হবে। চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের ওষুধ সেবন করা যাবে না। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে গেলে প্রয়োজনে সরকারি আদেশ অনুযায়ী কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

কোয়ারেন্টিন কী?

কোয়ারেন্টিন মানে সংক্রমণ ঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেস্র্যে ব্যক্তির চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ করা। কোয়ারেন্টিন তাদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা রোগে আক্রান্ত হননি কিন্তু রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন, রোগের প্রাদুর্ভাবযুক্ত এলাকায় থেকেছেন, অর্থাৎ যারা রোগ ছড়াতে পারেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশন এই দুটি বিষয় আমাদের কাছে একই রকম মনে হলেও এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। রোগ ছড়ানোর ভয়ে রোগীকে যখন আলাদা রাখা হয়, সেটা প্রোটেক্টিভ সিকোয়েস্ট্রশন (রিভার্স কোয়ারেন্টিন)। আর আক্রান্ত রোগীকে আলাদা ব্যবস্থায় রেখে চিকিৎসা করাকে বলে আইসোলেশন। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টিনের মেয়াদ ১৪ দিন। বাকি অংশ

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ২, মার্চ ২০২০

কোয়ারেন্টিনের নীতিমালা

কোয়ারেন্টিনে থাকাকালে ব্যক্তির কিছু অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। ১৯৮৪ সালের জাতিসংঘ স্বীকৃত সিরাকুসা নীতিমালা অনুসারে কোয়ারেন্টিনের বাধ্যবাধকতাগুলো হলো :

- যারা থাকবে, তাদের মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধের সব ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রিয়জন ও পরিচর্যাকারীর সঙ্গে যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতে হবে
- কর্মস্থল, চাকরি, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- সামাজিক মর্যাদা যা–ই হোক, যোগাযোগ, চলাফেরার সীমাবদ্ধতা সবার জন্য সমান হতে হবে
- কোয়ারেন্টিন সমাজ ও জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হতে হবে
- একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে (যেমন রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ) এটা করতে হবে।

হোম কোয়ারেন্টিন কী?

হোম কোয়ারেন্টিন মানে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি নিজ বাড়িতে স্বেচ্ছায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে থাকবেন এবং এ সময় নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

যেসব দেশে কোভিড-১৯ এর স্থানীয় সংক্রমণ ঘটেছে, সেসব দেশ থেকে যারা এসেছেন এবং আসবেন (দেশি-বিদেশি যেকোনো নাগরিক), যারা দেশে শনাক্তকৃত কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন এবং যার অথবা যাদের কোনো শারীরিক উপসর্গ নেই, তাদের ১৪ দিন স্বেচ্ছা/গৃহ কোয়ারেন্টিন পালন করতে হবে।

করোনাভাইরাসের জন্য কীভাবে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে?

হোম কোয়ারেন্টিন মানে শুধু বাড়িতে থাকা নয়। তার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধও পালন করতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন দিয়েছে-

- বাড়ির অন্য সদস্প্রদের থেকে আলাদা থাকতে হবে।
- আলো–বাতাসের সুব্যবস্থাসম্পন্ন আলাদা ঘরে থাকতে হবে। সম্ভব না হলে অন্যদের থেকে অন্তত ১ মিটার (৩ ফুট) দূরে থাকতে হবে। রাতে পৃথক বিছানা ব্যবহার করতে হবে।
- আলাদা গোসলখানা ও টয়লেট ব্যবহার করতে হবে। যদি অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়—এমন স্থানের সংখ্যা কমাতে হবে এবং ওই স্থানগুলোতে জানালা খুলে রেখে পর্যাপ্ত আলো–বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্তন্যদায়ী মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে। তবে শিশুর কাছে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।
- বাড়ির অন্য সদস্প্রদের সঙ্গে একই ঘরে অবস্থান করলে, বিশেষ করে ১ মিটারের মধ্যে আসার প্রয়োজন হলে, অত্যাবস্থ্র কীয় প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- কাশি, সর্দি, বমি ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক খুলে ফেলতে হবে এবং নতুন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলতে হবে এবং সাবান–পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে। প্রয়োজনে হ্যান্ড স্প্রানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সাবান-পানি ব্যবহারের পর টিস্যু দিয়ে হাত শুকনো করে ফেলুন। টিস্যু না থাকলে শুধু হাত মোছার জন্য নির্দিষ্ট তোয়ালে/গামছা ব্যবহার করুন এবং ভিজে গেলে বদলে ফেলুন।
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না।
- কাশি শিষ্টাচার মেনে চলুন। হাঁচি–কাশির সময় টিস্যু পেপার/ মেডিকেল মাস্ক/কাপড়ের মাস্ক/বাহুর ভাঁজে মুখ ও নাক ঢেকে রাখুন এবং ওপরের নিয়মানুযায়ী হাত পরিষ্কার করুন।
- ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না। আপনার খাওয়ার বাসনপত্র—থালা, গ্লাস, কাপ ইত্যাদি, তোয়ালে, বিছানার চাদর অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না। এসব জিনিসপত্র ব্যবহারের পর সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলুন।
- ধূমপান ও মদ্য পান থেকে থেকে বিরত থাকুন। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ধূমপান ও মদ্য পান করেন তাদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি।

সূত্র : ডব্লিউএইচও, বিবিসি ও প্রথম আলো

এ বিষয়ে আরো জানতে ভিজিট করুন:
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ- https://www.who.int/bangladesh/
স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইংল্যান্ড- https://kfh.libraryservices.nhs.uk/
https://phelibrary.koha-ptfs.co.uk/
https://www.nice.org.uk/covid-19

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

তামাক চাষে ঝুঁকছে কৃষকরা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

যা পূর্বের তুলনায় অনেক কম। তবে উপজেলায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি), ঢাকা টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকোসহ বিভিন্ন কোম্পানি তামাক শিল্প গড়ে তুলেছে। তারা চাষিদের মধ্যে সার, বীজ ও কীটনাশকসহ নানা উপকরণ দিয়ে আসছে।

স্থানীয়রা জানান, ধানসহ অন্যান্য ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া এবং কোম্পানিগুলোর দেওয়া প্রণোদনার লোভে তামাক চাষে ঝুঁকছে এলাকার অনেক কৃষক। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে অগ্রিম ঋণ, সার, বীজ প্রাপ্তি; বিক্রির নিশ্চয়তা এবং অধিক লাভের আশায় চাষিরা তামাকের আবাদ করে।

গাইবান্ধা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদুর রহমান জানান, তামাক চাষিদের বিকল্প ফসলের আবাদ করতে বিভিন্নভাবে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এছাড়া তামাক চাষের বিভিন্ন ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরে তাদের নিরুৎসাহিতসহ সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। তবে কোম্পানিগুলোর নানা প্রণোদনা দেওয়ার পরও জেলায় এবার কম তামাক চাষ হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকরা সচেতন হলে তামাক চাষ অনেকটা কমে আসবে।

গাইবান্ধা সিভিল সার্জন ডা. এবিএম আবু হানিফ জানান, তামাক একটি ক্ষতিকর ফসল। এটি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করে। তামাক চাষ ও সেবনে মানবদেহের ফুসফুস, হার্ট, কিডনিসহ স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে। সুস্থ জীবন গড়তে তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে চাষিদের বিকল্প ফসল ফলাতে উৎসাহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ২, মার্চ ২০২০

সম্পাদকীয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে প্রায় ৩৫% মানুষ তামাক ব্যবহার করে। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি তরুণ এবং ২০৪০ সালে দিকে এ দেশে বয়স্ক লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জোরদার করতে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।
তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে ও এর ওপর উচ্চ হারে করারোপ করে এই ক্ষতিকর পণ্যটিকে সাধারণ মানুষের ক্রয় সামর্থের বাইরে নেয়া।

বাংলাদেশেও প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তা সঠিক পদ্ধতি ও পরিকল্পনা মাফিক না হওয়ায় আমরা এর সুফল পাচ্ছি না; অপর দিকে তামাক কোম্পনি লাভবান হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম বর্তমান সময়ে তামাক ব্যবহার হতে মুক্ত করা গেলে ২০৪০ তামাকমুক্ত বাংলাদেশের লক্ষ্যে অর্জন সম্ভব।

এই লক্ষ্য অর্জনে তামাক-কর বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুসারে সঠিক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ এখন সময়ের দাবী।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাক কর নীতির পক্ষে অর্থনীতিবিদরা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতি প্রণয়ন অবস্থ্য স্তাবী হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, সিগারেট ও বিড়ির ওপর সুনির্দিষ্ট কর নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি ধোঁয়াহীন তামাক পণ্যের ওপরও উচ্চ হারে করারোপ করতে হবে। একইসঙ্গে অখ্যাত নানা তামাক কোম্পানিকে চিহ্নিত করে তাদের ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে।

ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সাহাদত হোসেন সিদ্দিকী বলেন, সরকারের যদি লক্ষ্য থাকে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করবে তাহলে অবস্থ্য ই সবার আগে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো থেকে সরকারি মালিকানা প্রত্যাহার করতে হবে। এটা নিশ্চিত না হলে তামাক প্রশ্নে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। একইসঙ্গে তামাক মুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন থাকলে এখনই উচ্চ কর নীতি এবং সুনির্দিষ্ট কর নীতি মালা প্রণয়ন করতে হবে।

এ সময় ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম জরুরিভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট তামাক কর প্রণয়ণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ ছাড়া মত বিনিময় সভায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সিগারেটের দাম ৩০০০ টাকা!

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, ধূমপায়ীদের ধূমপানে অনুৎসাহিত করতে এবং কিশোর ও তরুণদের এই বাজে অভ্যাস গড়ে ওঠা থেকে বিরত রাখতে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধি।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার রড ও'ডনেল 'সহজলভ্য সিগারেট ধূমপানে আসক্তিতে সহায়তা করছে' মন্তব্য করে এর চড়া দামকেই সমর্থন করেন।

২০১৬ সালে কোষাধ্যক্ষ থাকাকালে নিয়মিত শুল্কবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট হস্তান্তর করে তিনি জানিয়েছিলেন, এই শুল্কবৃদ্ধি আগামী চার বছরে সরকারের কোষাগারে ৪৭০ কোটি ডলার জমা করবে।

সূত্র : জাগো নিউজ

প্রথম পাতায় ফিরে যান

ভর্তুকির সার তামাক ক্ষেতে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

উৎপাদনে ডিএপি সার ব্যবহার করা হয়। তাই কারা তামাক চাষে ডিএপি ব্যবহার করছেন, তা মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ না করে বলা অসম্ভব।'
আদিতমারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলী নূর বলেন, 'কৃষি কর্মকর্তারা কখনোই তামাক চাষে টেকনিক্যাল পরামর্শ দেন না। বরং তামাক চাষ থেকে কৃষকদের বের করে আনার পরামর্শ দেন। তামাক চাষে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শ তামাক কোম্পানির কৃষিবিদরাই দিয়ে থাকেন।'
স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহীন জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'কৃষকরা যাতে তামাক চাষ থেকে সরে আসেন, সেই লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করছি। কিন্তু কোম্পানিগুলো বিনামূল্যে সার বিতরণ ও সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা দেওয়ায় দিন দিন তামাক চাষের হার বাড়ছে। এ বছর তিন হাজার পাঁচ একর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। এটি চাষ করায় অন্য ফসল উৎপাদনের হার কমছে। এছাড়াও কমছে মাটির সক্ষমতা।
সূত্র : ডেইলি স্টার

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান